দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১৫

## শিক্ষাঙ্গন

### প্রসঙ্গ ৪% ও ৬%

বেশ কয়েক বছর যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঢাকা ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় S.S.C. ও H.S.C পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের যথাক্রমে ৪% ও ৬% যোগ করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এই পদ্ধতির ফলে দেখা যায়, অনেক ছাত্র-ছাত্রী যারা S.S.C বা H.S.S.-তে বেশী নম্বর পেয়েছে তারাই ভর্তি পরীক্ষায় মোটামুটি ৪৫% নম্বর পেয়েও অনেক ভাল Subject পেয়ে যায়। কিন্তু অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা সুযোগের অভাবে বা ভাগ্যের বিড়ম্বনায় S.S.C বা S.H.C-তে তেমন ভাল ফল লাভ করতে সমর্থ না হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৬০% নম্বর পেয়েও ভাল Subject পায় না। তাদেরকে মোটামুটি একটা Subject নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ঢাকা ভার্সিটি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত। এখানে সকলেরই পড়ার সমান অধিকার থাকা উচিত। যেমন, BUET-এর ভর্তি পরীক্ষায় S.S.C বা H.S.C.-তে প্রাপ্ত মোট নম্বরের কোন অংশ যোগ হয় না। তাতে দেখা যায়, একজন ছাত্র S.S.C. বা H.S.C.-তে প্রথম বিভাগে পাস করেও ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু ভার্সিটিতে কোনভাবেই এটা সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করব, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করবেন এবং আগামী শিক্ষা বর্ষ হতেই একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন।

সুজন, শামীম, রনী, ইকবাল,
কামরুল, মাহবুব, হাসান,
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,
(BUET) ঢাকা।

### মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সমীপে

বাংলাদেশে ৫ম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশন চলছে বর্তমানে। এ যাবত সংসদে বহু বিল পাস হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪টি বোর্ড আর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ১টি মাত্র বোর্ড। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সকল বোর্ডে একই পাঠ্য পুস্তক আর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এক একটা শ্রেণীতে অনেকগুলো লেখকের বই পাঠ্য করা হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে প্রাইমারী শাখায় বিনা টাকায় বই দেয়া হয় আর এবতেদায়ী শাখায় এ ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা তা পাচ্ছে না। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন রইল, মাদ্রাসাগুলোর প্রতি সুদৃষ্টি রাখার জন্য।

—এম এ মান্নান
কামেল ১ম বর্ষ,
সরিষাবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা,
জামালপুর।